দৈনিক ইত্তেফাক

সার্ভিস রুল এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মো. আতিকুর রহমান

যদি আমরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলি তবে বলতে হয়, আমাদের দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে সেই স্বাধীনতার পূর্ব হতেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অগণিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিনিয়ত কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাদের চাকরির সার্বিক নিরাপত্তা, পদোন্নতি, যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয়, বরখাস্ত, অপসারণ, নিয়োগ পদ্ধতি, বেতন কাঠামো, অবসর গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা, গ্রাচুইটিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে গেজেট আকারে আরিকৃত প্রজ্ঞাপন বা সার্ভিস রুল থাকলেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত সার্ভিস রুল মেনে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার কোন তোয়াক্কাই করছে না। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কর্মচারীদের ওপর তারা তাদের সুবিধা ও মন মতো শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে চাকরির এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নীতি বহির্ভূত এইসব শর্ত মেনেই চাকরি করতে হচ্ছে অগণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে। তাই এইসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও নিয়মনীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আরিকৃত সার্ভিস রুল মেনে চলা বা উক্ত সার্ভিস রুলে প্রদত্ত নিয়মনীতির দুর্বল দিকগুলো সংশোধন করে তা নতুন করে প্রণয়ন এবং নির্দেশিত নীতিমালা মেনে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বর্তমানে জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি, কর্মক্ষেত্রে চাকরির সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও বৈষম্য রোধে এই সার্ভিস রুল কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে।

বর্তমানে এ দেশের অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের চাকরি ক্ষেত্রে নেই কোন নিরাপত্তা, নেই কোন যোগ্যতানুযায়ী পদোন্নতির ব্যবস্থা, নেই কোন শাস্তি প্রদানের বিধান, নেই কোন জবাবদিহিতা, নেই কোন কাজের সমন্বয়ন। যে যেমন খুশি চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বাড়ছে কাজের বৈষম্য, মনে বাড়ছে কাজের প্রতি অনীহা ও অতৃপ্তি। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এত সমস্যার পরেও এই চাকরিটি পেতেও লাগে মামা, চাচার জোর। চাকরির এই দুর্মূল্যের বাজারে এবং পরিবারের ভোরণ-পোষণের টানে শত কষ্ট সহ্য করে হলেও মুখ বুজে এই চাকরি নামের গোলামি করছে অগণিত শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এইসব কর্মচারীকে প্রতিদিন অফিসে যেতেও ভাবতে হয় আদৌ তার চাকরিটি আছে কি নেই? তারপরেও রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আত্মীয়-স্বজন। অনেক ক্ষেত্রে অফিসগুলোতে তাদের পদ অনুযায়ী যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অফিসের উচ্চপদগুলোতে তাদেরই দেখা যায় বেশি। তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় বা যোগ্যতার মাপকাঠি বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে তারা সব সময় থাকে অগ্রগণ্য। তারা কাজ না করলেও তাদের কোন জবাবদিহি করতে হয় না কারো কাছে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজের ক্ষেত্রে বাড়ছে বড় ধরনের বৈষম্য ও বিশৃংখলা। এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের সর্বোচ্চ শ্রম, মেধা ও মনন দিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ কাজ করেও শত কষ্টে প্রাপ্তি চাকরি নামের সোনার হরিণ ধরে রাখাও হয়ে পড়ে অনেক দুরূহ কষ্টসাধ্য। অপরপক্ষ সুবিধাভোগী ও তোষামদকারীরা কাজ না করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বহুলতবিয়তে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কাজ করছে এবং মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা বেতন হিসেবে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানে এইসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেউ চাকরি হারানোর ভয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। আবার কেউ কেউ তাদের সঙ্গে মিল দিয়ে বসদের সান্নিধ্য প্রাওয়ার চেষ্টাও করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা তাদের এই কাজগুলোকে হালাল করতে তাদের পছন্দের কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদগুলোতে। এদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে লোক দেখানো পেপারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলেও তারা তাদের পছন্দের লোকগুলোকেই নিয়োগ দেয় আইনের গদবাঁধা নিয়মের মধ্যে ফেলে। যদিও সার্ভিস রুলে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশমালা থাকলেও অবৈধ্য অর্থ উপার্জন ও স্বজনপ্রীতির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ তা মানেন না। গ্রামগঞ্জে অনুমোদিত ও অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে নিয়োগ বাণিজ্য। এরা একটি কলেজ বা স্কুলের সাইনবোর্ড লাগিয়েই নিয়োগের নামে নিরীহ জনগণের কাছ থেকেও হাতিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা। এইসব প্রতিষ্ঠানে আমাদের মতো নিরুপায় জনগণ অনেক সময় টাকা দিয়েও চাকরির জন্য মাসের পর মাস বসে থাকতে হয়। অনেকের চাকরি হলেও বিভিন্ন অজুহাতে প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা সেইসব কর্মচারীকে বেতন থেকে কয়ে বঞ্চিত। তারপরেও তো রয়েছে নিয়োগপ্রাপ্তিতে নানা স্তরের ঘুসঘাড়ি। লাখ লাখ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন সার্ভিস রুল না মানার কারণে অগণিত শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদের ভাষা তারা ভয়ে হারিয়ে ফেলেছেন। বর্তমানে এইরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শোষকের মতো নিয়োগকৃত কর্মচারীদের ওপর চালাচ্ছে তাদের স্টিম রোলার। ফলে আমরা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়ছি দিন দিন।

দেশের সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি সার্ভিস রুলের সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। যে রুলের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের যোগ্যতানুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন করা সম্ভব। বর্তমানে দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সার্ভিস রুল প্রয়োগ জরুরি । যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এই সার্ভিস রুল অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব হয়, স্বজনপ্রীতি রোধ করা সম্ভব হয়, যার যার যোগ্যতানুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হয়, সকলের জন্য একদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের এই ব্যাপারে কঠোর নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।

● লেখক: লাইব্রেরিয়ান, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি), উত্তরা, ঢাকা
atik@bift.info

তারিখ: 30 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...